রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন 'চ্যানেল আই'-এর আঠারো বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমি চ্যানেল আই পরিবারকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের বিকাশ ও জনমতের প্রতিফলন ঘটাতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গণমাধ্যম জাতির বিবেক ও সমাজের দর্পণ। গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম একে অপরের পরিপূরক। গণমাধ্যম গণমানুষের বঞ্চনা ও চাওয়া-পাওয়ার কথা তুলে ধরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি সজাগ থেকে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে জাতিগঠনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ গণমাধ্যম সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করছে। এ স্বাধীনতার সাথে দায়িত্বও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি আশা করি, এ দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের প্রতি অবিচল থেকে চ্যানেল আইসহ সকল গণমাধ্যম বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, নির্মল বিনোদন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করবে। সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদকর্মীগণ তাঁদের মেধা-মনন, সৃজনশীলতা ও কর্মদক্ষতা প্রয়োগ করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখবেন– এটাই সকলের প্রত্যাশা।

'চ্যানেল আই' প্রতিষ্ঠার পর হতে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করছে। বিশেষ করে কৃষি উন্নয়ন তথা গ্রামনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রযাত্রায় 'চ্যানেল আই'-এর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। দেশপ্রেম ও বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে 'চ্যানেল আই' অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করবে– এটাই সবার প্রত্যাশা।

আমি 'চ্যানেল আই-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বেসরকারি টিভি চ্যানেল আই-এর আঠারো বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমি এর উদ্যোক্তা, সাংবাদিক, কলাকুশলী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

গণতন্ত্রের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশে গণমাধ্যমের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই প্রথম দেশে বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর অনুমোদন দেই। যা ছিল গণমাধ্যমের বিকাশে এক স্বর্ণালী অধ্যায়।

আমরা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ প্রণয়ন করেছি। এ নীতিমালার আলোকে একটি সম্প্রচার কমিশন গঠন করা হবে। আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪১টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছি। এর ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

সাংবাদিকদের কল্যাণে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪' প্রণয়ন করেছি। সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছি। ৮ম ওয়েজবোর্ডের সুপারিশের আলোকে সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য আমরা নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেছি।

আমরা ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক আইনের আওতায় ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা প্রণয়ন করেছি।

আমাদের এ সকল পদক্ষেপের ফলে তথ্যের অবাধ প্রবাহ আরও বিস্তৃত হয়েছে। দেশের গণমাধ্যম পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে।

আমি আশা করি, চ্যানেল আই সংবাদ পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠতা, দায়িত্বশীলতা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং রুচিশীল অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখবে।

আমি চ্যানেল আই-এর আঠারো বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

চ্যানেল আই তার পথচলার ১৭ বছর পূর্ণ করছে জেনে আমি আনন্দিত। ১৮ বছর পদার্পণের এ আনন্দঘন মুহূর্তে চ্যানেল আই পরিবারের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আজকের দিনে গণমাধ্যমের ভূমিকা যেমন প্রতিযোগিতাপূর্ণ তেমনি তাৎপর্যবহ। এই প্রতিযোগিতা জনগণের কাছে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে দেয়ার, সুস্থ বিনোদনের চাহিদা পূরণের। একইসাথে রয়েছে জনগণকে কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং সচেতন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সুমহান দায়িত্ব। এই দায়বদ্ধতার ভেতর থেকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারে চ্যানেল আই-এর উৎকর্ষের স্বাক্ষর অক্ষুণ্ন থাকুক।

কল্যাণ আর আনন্দের বার্তা নিয়ে চ্যানেল আই পৌঁছে যাক দেশের সর্বত্র এবং বিশ্বময়।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাসানুল হক ইনু এমপি

আমার চ্যানেল আই, প্রত্যেকের চ্যানেল আই

আনিসুল হক

চ্যানেল আইয়ের প্রতীকটিতে আছে লাল আর সবুজ। চ্যানেল আইয়ের স্লোগান– 'হৃদয়ে বাংলাদেশ', এর চেয়ে সুন্দর স্লোগান আমি আর কিছু কল্পনা করতে পারি না। চ্যানেল আই কথাটার মধ্যে 'আই' আছে, যার মানে 'চোখ' হতে পারে, যার মানে হতে পারে 'আমি', আবার ইমপ্রেস তো হতেই পারে। চ্যানেল আইকে মনে হয় আমার চ্যানেল, আমাদের চ্যানেল, বাংলাদেশের চ্যানেল, প্রত্যেকের চ্যানেল, সকলের চ্যানেল।

এই যে আমি এই কথাটা বলছি, আমার চ্যানেল চ্যানেল আই, এটা শুধু আমার মনে হয় না, এটা প্রত্যেকের মনে হয়। হুমায়ূন আহমেদ স্যার বেঁচে থাকলে বলতেন, এটা আমার চ্যানেল, সৈয়দ শামসুল হক বলেছেন, এটা আমার চ্যানেল, তৌকীর আহমেদ বলবেন এটা আমার চ্যানেল, ইমদাদুল হক মিলন বলবেন এটা আমার চ্যানেল, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলবেন, আফজাল হোসেন বলবেন, সাবিনা ইয়াসমিন বলবেন, রুনা লায়লা বলবেন। মোনালিসার ছবির দিকে তাকালে যেমন মনে হয়, তিনি আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন, তেমনি চ্যানেল আইকে সবারই মনে হয়, এটা আমার নিজের চ্যানেল। প্রত্যেকের নিজের চ্যানেল হয়ে ওঠা, মানে সবার নিজের চ্যানেল হয়ে ওঠা– এ এক আশ্চর্য জাদুকরী ব্যাপার, চ্যানেল আই তা হতে পেরেছে। এক অসম্ভবকে তারা সম্ভবপর করে তুলেছে।

চ্যানেল আই বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল চ্যানেল। যখন প্রথম শুরু হলো– সেই সব দিনের কথা মনে আছে। প্রথম আমরা দেখলাম, আধুনিক উপস্থাপক উপস্থাপিকা। নাটক, গান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। ওই সময় আমার সবচেয়ে প্রিয় অবশ্য ছিল ফ্লপ শো। এরপর চ্যানেল আইকে সংবাদ প্রচারের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং সেই সংগ্রামে তারা জয়ী হয়েছে। চ্যানেল আইয়ের অনেকগুলো বিস্ময়কর ব্যাপার আছে। যেমন, তারা প্রথম রাত ১২টার পরের সময়কে প্রাইম টাইম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল এই চ্যানেলটি। এর আগে বিটিভির রীতি অনুযায়ী রাত সাড়ে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত ছিল পিকআওয়ার। চ্যানেল আই সেটাকে রাত একটা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। অবশ্যই তৃতীয় মাত্রার একটা ভূমিকা ছিল। তৃতীয় মাত্রা তো এক সময় বিবেচিত হতো গণতন্ত্রের বিকল্প মঞ্চ হিসেবে। বিরোধী দল যখন সংসদে যেতেন না, কিন্তু তৃতীয় মাত্রায় যেতেন, তখন তৃতীয় মাত্রাই ছিল রাজনৈতিক বিতর্কের পাবলিক প্লাটফরম। চ্যানেল আই যেমন ঈদের অনুষ্ঠানের প্রাইম টাইম ঈদের আগের দিন পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এলো।

চ্যানেল আই একটা বেসরকারি টিভি চ্যানেল। তারা সব কিছু করবে লাভের জন্য, এটাই স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিতে আসে না যে এ ধরনের চ্যানেলে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান হবে, প্রকৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান হবে, বই নিয়ে অনুষ্ঠান হবে, বইমেলা নিয়ে অনুষ্ঠান হবে। চ্যানেল আই শাইখ সিরাজের কল্যাণে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠানকে এক প্রবল জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে। বাংলাদেশ যে আজ খাদ্যে, ফলে, মৎস্য চাষে, পোল্ট্রিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এর পেছনে অন্য অনেকের অবদানের সঙ্গে শাইখ সিরাজ আর তার হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের অবদানের কথা স্বীকার করতে হবে। তারা এমনকি খবরে কৃষি বিষয়ক সংবাদ রাখেন। চ্যানেল আই কৃষি পদক প্রবর্তন করেন। প্রকৃতি নিয়ে কোনো প্রাইভেট চ্যানেল অনুষ্ঠান করবে এটা ভাবা যায় না। চ্যানেল আই তা করছে এবং সেটাকেও একটা মানসম্পন্ন ও জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে। মুকিত মজুমদার বাবুর পরিবেশ প্রকৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে পরিবেশ পদকেরও প্রবর্তন করা হয়েছে। কিশোরীর সুস্বাস্থ্য শিক্ষা, নিরাপদ মাতৃত্ব ও নারীর সচেতনতার লক্ষ্যে স্বর্ণকিশোরী অনুষ্ঠান নিয়ে ফারজানা ব্রাউনিয়া চ্যানেল আইয়ের পক্ষে যে কাজ করছে তা অতুলনীয়।

বিশেষ দিন মানেই চ্যানেল আই– এটা কিন্তু মুখের কথা কেবল নয়। রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, পহেলা বৈশাখ– চ্যানেল আই কেবল দিন হিসেবেই এই দিনগুলোকে গুরুত্ব দেয়নি, তারা মেলার আয়োজন করে, হাজার কণ্ঠে সংগীতের আয়োজন করে দিনগুলোকে সারা পৃথিবীর বাংলাভাষীদের কাছে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে লাল সবুজের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার বেলাতেও চ্যানেল আই অন্যতম পথিকৃৎ।

এখন চ্যানেল আই বিশেষভাবে হয়ে উঠেছে রিয়েলিটি শো বিশেষজ্ঞ চ্যানেল। কী লাক্স তারকা, কী সেরাকণ্ঠ, কী ক্ষুদে গানরাজ, কী রান্না– কত বিচিত্র বিষয়ে যে চ্যানেল আই সফল রিয়েলিটি শো করে, তার হিসাব রাখা সত্যিই মুশকিল। তারা বাংলাদেশকে এইভাবে নতুন নতুন শিল্পী উপহার দিয়েছে, তারকা উপহার দিয়েছে। সেই তারকারা এখন ভীষণ ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন। আর চ্যানেল আই এবং ইমপ্রেস টেলিফিল্মস মিলে পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে অনেকগুলো ভালো ছবি। সেসব ছবি জাতীয় আর আন্তর্জাতিক পুরস্কার এনেছে ভুরিভুরি।

শিল্পীদের পাশে, সাহিত্যিকদের পাশে, জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগে গোপনে কাজ করে যায় চ্যানেল আই। হুমায়ূন আহমেদের ঘেটুপুত্র কমলার জন্য আছে চ্যানেল আই, ইমদাদুল হক মিলনের নূরজাহানও নির্মাণ ও প্রচার করবে চ্যানেল আই, রাবেয়া খাতুনের বাহান্নো বাজার তেপ্পান্ন গলিও প্রচার করবে চ্যানেল আই। আবার আমার লেখা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী পরিচালিত ৫১বর্তী কি সিক্সটিনাইন কি ব্যাচেলরের সঙ্গেও আছে চ্যানেল আই। আমার মনে আছে, আমরা ৫১বর্তী নির্মাণ করছি, ওই সময় কে দেখাবে এই সিরিয়াল আমরা জানি না, চ্যানেল আইয়ের ফরিদুর রেজা সাগর ভাইকে বললাম, বললেন, চ্যানেল আই তো আছেই। তেমনি মোস্তফা সরয়ার ফারুকী সিনেমা বানাতে চান, বললাম সাগর ভাইকে, তিনি ব্যাচেলর প্রযোজনা করতে সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন।

শিশু-কিশোরদের জন্য বেসরকারি চ্যানেলগুলো যথেষ্ট করছে না। চ্যানেল আইয়ের ছোটকাকু সিরিজ সেই খরার মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি। আফজাল হোসেন প্রতি ঈদে সাত পর্ব করে নির্মাণ করে যাচ্ছেন ফরিদুর রেজা সাগরের ছোটকাকু সিরিজ।

চ্যানেল আইতে শিল্প-সাহিত্যের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। চ্যানেল আইতে নিয়মিত অনুষ্ঠান করেছেন সৈয়দ শামসুল হক। ক্ষুদে গানরাজে বিচারক হয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। ক্রীড়া বিষয়ক অনুষ্ঠান করেছেন আবদুল হামিদ।

চ্যানেল আই এমনকি আবৃত্তির অনুষ্ঠান করেছে, নিয়মিত আয়োজন করে থাকে বড় বড় শিল্পীদের ছবি আঁকার লাইভ অনুষ্ঠান। তাতে অংশ নিয়েছেন কাইয়ূম চৌধুরী, রফিকুন নবী, মনিরুল ইসলামের মতো মহান শিল্পীরা।

এখন তো আমাদের সকাল শুরু হয় চ্যানেল আইয়ের গানের অনুষ্ঠান দিয়ে। হয়তো গান করছেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। কখনওবা দেখা গেল গান করছেন ফেরদৌস আরা।

চ্যানেল আই গুণী শিল্পীদের পুরস্কৃত করে থাকে। আমরা যখন মেরিল প্রথম আলো আজীবন সম্মাননা দেবার জন্য ফিরোজা বেগমের কাছে সম্মতি নিতে যাই, তিনি বলেন, আমি তো পুরস্কার নিই না, শুধু চ্যানেল আইয়ের পুরস্কারটা আমি নিয়েছি।

সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে চ্যানেল আইয়ের নিরপেক্ষতাও প্রশংসাযোগ্য। চ্যানেল আইয়ের অনুষ্ঠানে কী সরকারি দল কী বিরোধী দলের নেতারা সমানভাবে উপস্থিত থাকেন। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার জন্মদিনের লাইভ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফোন করেছিলেন। শিল্পীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

চ্যানেল আই দেশে ও বিদেশে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য চ্যানেল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। তাদের সেই অবস্থান প্রতিদিন সংহত হচ্ছে।

চ্যানেল আই যেহেতু বাংলাদেশের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য চ্যানেল, অগ্রগণ্য চ্যানেল, কাজেই চ্যানেল আইয়ের কাছে আমাদের প্রত্যাশাও বেশি। এবং কিছু প্রত্যাশা আছে, যা অন্য চ্যানেলের কাছে করে লাভও নেই। আর তা হলো– বাংলাদেশের টেলিভিশন জগতের সোনালি দিন ফিরিয়ে আনা।

চ্যানেল আই বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্মদিনও পালন করে। ঐতিহ্যকে তারা শ্রদ্ধা করে। একটা সময় ছিল, যখন পার্শ্ববর্তী দেশের মানুষ বাংলাদেশ টেলিভিশনের নাটক দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। সেই সুদিন ফিরিয়ে আনতে হবে। আর তা পারে কেবল চ্যানেল আই। মানসম্পন্ন নাটক, পরিমিত বিজ্ঞাপন– এটা করে দেখাতে পারে কেবল চ্যানেল আই। চ্যানেল আই উদ্যোগ নিলে বাকিরাও তাদের অনুসরণ করবে।

এক্ষেত্রে সরকারেরও কিছু করণীয় আছে। পৃথিবীতে কম দেশেই বাইরের সব চ্যানেল উন্মুক্ত। আর কেবলের জন্য গ্রাহকেরা যে চাঁদা দেন, তার অংশভাগ টেলিভিশন চ্যানেলগুলোরও প্রাপ্য। যে চ্যানেল দর্শকেরা বেশি দেখেন, সেই চ্যানেল দর্শকসংখ্যার অনুপাতে যদি রেভিনিউ পায়, তাহলে চ্যানেলগুলোর পক্ষে ভালো অনুষ্ঠানের পেছনে অর্থলগ্নি করা সহজ হবে। বাংলাদেশে সবকিছুর দাম বেড়েছে। শুধু টিভি অনুষ্ঠানের দাম কমেছে। ফলে ভালো অনুষ্ঠান এদেশে করা সত্যিই কঠিন হয়ে গেছে। এটা একটা বিষচক্র। এ থেকে মুক্তি পেতে হবে। তা করে দেখাতে পারে কেবল চ্যানেল আই। আমরা আশা করব, চ্যানেল আই এবার স্রোতের বিপরীতে যাত্রার আরেকটা উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

চ্যানেল আই দেখতে দেখতে আঠারো বছরে পা দিল। জয়তু চ্যানেল আই।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর শুভেচ্ছা

তারুণ্যের জয়ধ্বনি কি ১৮-তে? যদি তাই হয়, চ্যানেল আইয়ের ১৮ বছরে পদার্পণে কি আমরা শুনি উদ্দীপ্ত তারুণ্যের সেই রোমাঞ্চকর জয়ধ্বনি? নিশ্চয়ই শোনা যায়। ২৪ ঘণ্টার চ্যানেল আই'র পর্দাটি শুধু এখন আর 'দর্শনীয় বস্তু'ই নয়, শক্ত কোনো জমিন অথবা ছায়াময় বটবৃক্ষ– যার উপরে কিংবা নিচে দাঁড়িয়ে অসংখ্য মেধাবী কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী। যারা চ্যানেল আই'র মতোই সময়কে ধারণ করতে শিখেছে। শুধু তাই নয়, শিখছে কোন্ মমত্ববোধে মাতৃভূমিকে হৃদয়ে ধারণ করতে হয়। শুধু নিজের জন্য নয়, শিখছে কীভাবে দেশ ও দশের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে হয়। শিখছে সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলে কীভাবে নিজেদের স্বপ্ন বিকশিত করে তুলতে হয়। তিল তিল করে চ্যানেল আই নিজেও যা শিখেছে তার সংগ্রামী যাত্রাপথে। চ্যানেল আই'র বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে দূর-দূরান্তের অথবা নিভৃতচারী তারুণ্যের প্রতিনিধিরা বিজয়ীর বেশে এখন জয়ধ্বনিতে মুখর করে তুলছে লাল-সবুজের বাংলাদেশ, সেই সাথে সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশের মানচিত্র...

চলার পথে কাণ্ডারি পেয়ে বদলে গেছে তাদের জীবন, পরিবার এখন স্বস্তিময়, শিক্ষার দীপশিখায় উজ্জীবিত মন ও মনন। লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার, ফিজআপ-চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠ, বুষ্টার এনার্জি বিস্কুট-চ্যানেল আই ক্ষুদে গানরাজ, ভিট-চ্যানেল আই টপ মডেল, ম্যাঙ্গোলী-চ্যানেল আই সেরা নাচিয়ে, ফিউচার লিডারর্স প্রোগ্রাম, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলী ম্যান-চ্যানেল আই হিরো, আড়ং ডেইরী-চ্যানেল আই বাংলার গান কিংবা কিউট-চ্যানেল আই পার্বত্য প্রিয়দর্শিনী– এইসব প্রতিযোগিতা থেকে উঠে আসা 'সেরা তারুণ্যে'র উল্লাসে আমরা নিজেরাও মেতে রই সৃষ্টি সুখে...

স্বর্ণালী সতেরো পেরিয়ে আঠারো'র সন্ধিক্ষণে আমাদের মনজুড়ে আরো অনেক স্বপ্নের পশরা সাজানো– স্বপ্নপূরণের অদম্য সাহসও আমাদের আছে, কারণ আমাদের পেছনে আছে লক্ষ অযুত কোটি দর্শকের ভালোবাসা...।

আর দর্শকের শক্তিই তো চ্যানেল আই'র সবচেয়ে বড় অর্জন। এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। চ্যানেল আই তো প্রেরণা ও উদ্দীপনার নাম। বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকে চ্যানেল আই। উন্নয়ন ভাবনা, সুন্দর ও কল্যাণ– এসব নিয়ে চ্যানেল আই কাজ করে যেতে চায়।

নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের সাথে চ্যানেল আই তাই জড়িয়ে থাকে নিবিড়ভাবে। চ্যানেল আই এর আঠারো বছরে পদার্পণের এই শুভলগ্নে সবাইকে শুভেচ্ছা।

ফরিদুর রেজা সাগর

পরিচালক ও বার্তা প্রধান-এর শুভেচ্ছা

সতের বছর আগের কথা। যখন সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানুষের বিবেক জাগ্রত করাই ছিল গণমাধ্যমের মূল লক্ষ্য। সেই জায়গাটিতে আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা, ইতিহাস, মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন ভূ-খণ্ড সবই চেতনার সঙ্গে গেঁথে গ্রহণ করতে হয়েছিল কঠিন এক প্রত্যয়। যার সঙ্গে ছিল বাংলা ভাষাভাষী মানুষ। তাদের নিজস্ব রুচি, চিন্তার গভীরতা, সাদ, পছন্দ সবকিছুকে মাথায় নিয়েই চেতনার একটি আশ্রয় গড়ার সাধ ছিল আমাদের। আজ আঠারো বছরে পা রেখে মনে হচ্ছে স্বপ্নসাধের সঠিক পথেই রয়েছি আমরা। মানুষের আস্থাকে সবচেয়ে বড় শক্তি বিবেচনা করে আমাদের পথচলা সার্থক হচ্ছে। আজ তথ্যের অবাধ বিচ্ছুরণ, নাগরিক সাংবাদিকতা আর সামাজিক মাধ্যমের যুগেও টেলিভিশন যেমন তার স্বকীয় শক্তি নিয়ে টিকে আছে, একইভাবে বিপুল জনগোষ্ঠীর ছোট্ট দেশে বহুসংখ্যক টেলিভিশন চ্যানেল এর ভিড়ে 'চ্যানেল আই' স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। মানুষ ঘুরে ফিরে সঠিক তথ্যের জন্য, সুস্থ বিনোদনের জন্য, যৌক্তিক উপস্থাপনের জন্য, গণতন্ত্র চর্চার জন্য, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য চ্যানেল আই-এর ওপরই রাখে তার আস্থার চোখটি।

শুরুতে গণমাধ্যম সম্পর্কে বাঙালি জীবনে একটি সঠিক রুচির সন্ধান দেয়ার যে দায়বদ্ধতা চ্যানেল আই গ্রহণ করেছিল, তা পর্যায়ক্রমে পূরণ হচ্ছে। আজ এদেশের মানুষ গণমাধ্যম বোঝেন, গণমাধ্যমকে মূল্যায়ন করতে জানেন– এটি অনেক বড় অগ্রযাত্রা।

গণমাধ্যমের বহুমুখি ক্রমবিকাশের যুগে আজকের দিনে চ্যানেল আই-এর মতো দায়বদ্ধ মাধ্যমকে অনেক বিরুদ্ধ স্রোত মোকাবিলা করতে হয় না তা নয়। এখন দেশের মধ্যেই বিদেশি গণমাধ্যমের সঙ্গে চালিয়ে যেতে হচ্ছে অসম প্রতিযোগিতা। দেশের মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক বোধ ধ্বংসের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সুস্থ ও শুদ্ধ সংস্কৃতির যুদ্ধটা দিনে দিনে যেন দীর্ঘ হচ্ছে। বিশ্বাস করি, চেতনার শক্তিকে পুঁজি করে এ যুদ্ধেও আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

আঠারো বছরে সূচনা দিনে অব্যাহত সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা অফুরান।

শাইখ সিরাজ

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড, চ্যানেল আই পরিচালনা পর্ষদ

আবদুর রশিদ মজুমদার

এনায়েত হোসেন সিরাজ

জহির উদ্দিন মাহমুদ মামুন

ফরিদুর রেজা সাগর

মুকিত মজুমদার বাবু

রিয়াজ আহমেদ খান

রবিউল ইসলাম

শাইখ সিরাজ